DEC. 1 5 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

উপবৃত্তি : ছাত্রীদের প্রতারণা শিক্ষার প্রথম পাঠ

বাংলাদেশ সরকার একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে উপবৃত্তি ব্যবস্থা চালু করেছে। যাতে এই দেশের মেয়েরা লেখাপড়ার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়। লক্ষ্য করা গেছে যে, মেয়েরাও সত্যিকারভাবেই এই দেশের প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-নগরে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ব্যাপকভাবে উৎসাহী হয়েছে। হাজার হাজার নয়, আজকাল লাখ লাখ মেয়েদের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়তে যেতে দেখা যায়। যেটা আগে ছিল না।

কিন্তু অতিব দুঃখের ব্যাপার এতো বড়ো একটা ভালো পদক্ষেপ আজকে সঠিক পথে মোটেই পরিচালিত হচ্ছে না। সরকার উপবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থাটা প্রচলনের শুরু থেকেই এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। শুধু তাইই নয়। এই দুর্নীতির ব্যাধির হাতটা বর্তমানে অধিকাংশ কোমলমতি ছাত্রীদের মধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। তাদের মানসিকতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রথিত হয়েছে দুর্নীতিগুলো। এইসব ছাত্রীরা জানে : ১) নিজে এক স্কুল, মদ্রাসার ছাত্রী হয়েও একাধিক হাই স্কুল, মদ্রাসাতে নাম লিখিয়ে একজন ছাত্রী, অতি সহজেই সবখান থেকেই উপবৃত্তি নিতে পারে। কেবল ভাগবাটোয়ারা করে ম্যানেজ করলেই হলো। যেটা তাদের কর্তৃপক্ষরাই করে দেয়।

২) বিবাহিত ছাত্রীরা অথবা ক্লাসে ৭৫% দিন উপস্থিত না থেকেও অথবা ক্লাসের প্রতিটি পরীক্ষার প্রতি বিষয়ে কমপক্ষে ৪৫ নম্বর না পেয়েও অথবা ঠিক সময় ট্রান্সপার সার্টিফিকেট নিয়ে ভর্তি না হতে পারলেও কিন্তু ঠিক সময়ের ভর্তি দেখিয়ে কেবল 'উপবৃত্তি ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে তাদের শিক্ষকদের, কর্তৃপক্ষদের খুশি রাখলেই, উপবৃত্তি পাওয়া যায়। সেটা তারা ভালো করেই জানে। কারণ কর্তৃপক্ষ সমস্ত প্রকার কাগজপত্রগুলো সঠিক করে দিয়ে থাকে। তবে উপরোক্ত সমস্ত কার্যাবলীগুলো অবশ্যই অবৈধ। গ্রেপ্তারযোগ্য, শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৩) আর উপবৃত্তি পেলেও বিভিন্ন অজুহাতে, অধিকাংশ সময়েই মিথ্যা অজুহাতে, ছাত্রীদের কাছ থেকে উপবৃত্তি শতকরা হিসেবে স্কুল কর্তৃপক্ষের কর্তৃক কেটে নেওয়া ছাত্রীরা তো নিজের চোখেই দেখে।

কোমলমতি এইসব ছাত্রীরা তাদের স্কুল-শিক্ষক স্কুলবিষয়ক সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে নিজেদের অতি ছোট বেলা থেকেই একযোগে এই প্রকার প্রতারণা করতে দেখে। এবং ছাত্রীরা নিজেরাও এই বয়স থেকেই প্রতারণাটা আয়ত্ত রতে শেখে বৈকি। তারা শেখে যে, একটু এদিক-ওদিক করলেই একটু প্রতারণার আশ্রয় নিলেই অর্থ পাওয়া যায়। এবং তাদেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-অভিভাবক সকলেরই খোলাখুলি সহযোগিতায়।

মোট কথা উপবৃত্তি নিতে গিয়ে তাদের নিজেদেরই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা অতি অল্প বয়সেই প্রতারণার প্রথম পাঠ অত্যন্ত ভালোভাবেই শিখছে, শিখে থাকে। আর দুর্নীতির এই জঘন্য বীজটা এই বয়সেই তাদের মনের গভীর অন্তঃস্থলে বপন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই দুর্নীতি ব্যাধির প্রতিফলনটা দেখা যায় ঐসব ছাত্রীদের নিজেদেরই ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়গত, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ে।

যে বয়সে এইসব ছাত্রীরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আদর্শগত শিক্ষা পাওয়ার কথা। সেটা না হয়ে ঐসব জয়গায় ছাত্রীদের মনের অন্তঃস্থলে দুর্নীতির এইসব বীজগুলো বপন হওয়াটা কি অতি ভয়াবহ ব্যাপার নয়? সমগ্র দেশবাসীর জন্য, জাতির জন্য, এটা একটা অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ নয় কি? আমরা জানি যে, আজকের এসব ছাত্রীরা আগামীতে এই দেশের সবকিছুতেই অংশগ্রহণ করবে। এবং তারা প্রত্যেকেই একজন মা হবেন। কিন্তু এইসব ছাত্রীরা কি আদর্শ মা, শ্রদ্ধেয় মা হতে পারবেন?

ডাক্তার আবুল হাসান বুলু
নীলফামারী।